তথ্যানুসন্ধানকালঃ ৪ জুলাই থেকে ১৩ জুলাই’ ২০১৬

প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখঃ ১৬ অক্টোবর’ ২০১৬

যশোরে স্কুল ছাত্রকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যশোর কোতোয়ালী থানায় আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

গত ৮ জুন ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ২:৩০ টায় যশোর সদর উপজেলার ৫ নং উপ-শহর ইউনিয়নের ১ নম্বর সেক্টরের বাসিন্দা কামাল হোসেন ও জুলি বেগমের ছেলে বাদশা ফয়সাল ইসলামী ইনস্টিটিউট-এর দশম শ্রেণীর ছাত্র আইনুল হক রোহিত (১৬) কে নিজ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় উপশহর পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ উপ-পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) বিপ্লব হোসেন। এরপর ৯ জুন ২০১৬ রাত ৮:৩০ টা পর্যন্ত যশোর কোতোয়ালী থানায় আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্যাতন করার পর ৫০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে মুচলেকা নিয়ে রোহিতকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে রোহিতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, যশোর সদর উপজেলার ১ নম্বর সেক্টরের ডি ব্লকের ১৫৮ নম্বর বাসা থেকে গত ১৮ মে জনৈক নাজিম আহমেদ নামের এক ব্যক্তির মোটরসাইকেল চুরি হয়। ওই ভবনের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় (সিসিটিভি) চুরির ঘটনার দৃশ্যটি ধরা পরে। এই বিষয়ে নাজিম আহমেদ যশোর কোতোয়ালী থানায় একটি জিডি করেন। জিডি নম্বর ১০৭৮, তারিখ: ২০ মে ২০১৬। জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা যশোর কোতোয়ালী থানার উপ-শহর পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ এসআই বিপ্লব সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজে ধারণকৃত চোরের সঙ্গে রোহিতের চেহারার মিল রয়েছে বলে সন্দেহ করেন। এক পর্যায়ে ৮ জুন ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ২:৩০ টায় রোহিতকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে কোতোয়ালী থানা হাজতে আটকে রাখে এসআই বিপ্লব। ইফতারের পর হাজত থেকে বের করে কোতোয়ালী থানার ওসির রুমের পেছনে আরেকটি রুমে নিয়ে হাতকড়া পড়িয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় টেবিলের সঙ্গে বেঁধে প্রায় একঘন্টা ধরে হাঁটু, পায়ের গোড়ালী, হাতের কনুই, হাতের কব্জি, হাত ও পা টেবিলের ওপর রেখে আঙ্গুলের মাথায় এবং পায়ের তলায় লাঠি দিয়ে পেটায়। এরপর রোহিতের গায়ের গেঞ্জি মুখে ঢুকিয়ে রেখে আনুমানিক ১০ মিনিট ধরে তাঁর নাকে পানি ঢালা হয়। এভাবে নির্যাতনের পর তাঁকে থানা হাজতে আটকে রাখা হয়। আটকের প্রায় ৩০ ঘন্টা পর ৯ জুন ২০১৬ রাত আনুমানিক ৮:৩০ টায় রোহিতের বাবার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে মুচলেকা নিয়ে রোহিতকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। এরপরও ১৮ জুন এসপি অফিসে ও ২৩ জুন যে বাসা থেকে মোটরসাইকেল চুরি হয়েছিলো সেই বাসায় ডেকে নিয়ে রোহিত ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পুলিশ হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ করেছেন রোহিতের বাবা কামাল হোসেন। রোহিতের মা জুলি বেগমের অভিযোগ, পুলিশি নির্যাতনের কারণে তাঁর সন্তান এখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে বাড়ির বাইরে যেতে প্রচন্ড ভয় পায়। পুলিশি হয়রানির ভয়ে ছেলেকে স্কুলে বা পড়তে পাঠাতে পারছেন না। পুনরায় হয়রানীর ভয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহস পায়নি ভিকটিম আইনুল হক রোহিত ও তাঁর পরিবার।

তবে রোহিত ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ অস্বীকার করেছে এসআই বিপ্লব ও কোতোয়ালী থানার ওসি ইলিয়াস হোসেন। তাদের দাবি সন্দেহভাজন হিসেবে মামলার তদন্তের স্বার্থে রোহিতকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এখানে কোন ধরণের নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি। এছাড়া রোহিতের পরিবারের পক্ষ থেকেই বাদীর সঙ্গে মিমাংসা করার জন্য টাকার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। এখানে ঘুষের কোন বিষয় আসেনি। তাই পুলিশের বিরুদ্ধে এসব অপপ্রচার বলে পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। তবে রোহিতের ওপর নির্যাতনের সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে পুলিশ সদর দফতরের নির্দেশে অভিযোগের তদন্ত চলছে। গত ২ আগস্ট, ২০১৬ তদন্ত টিমের সদস্য সিকিউরিটি সেলের পরিদর্শক (খুলনা) শহিদুল ইসলাম যশোর কোতোয়ালী থানায় গিয়ে অভিযুক্ত এসআই বিপ্লব হোসেন, ভিকটিম রোহিত ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন।[১]

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার* কথা বলে-

- ভিকটিম
- ভিকটিমের স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- চিকিৎসক
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি
- চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলের মালিক এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে

আইনুল হক রোহিত। ছবি: *অধিকার*

আইনুল হক রোহিত (১৬), পুলিশি নির্যাতনের শিকার:

আইনুল হক রোহিত *অধিকার*কে জানান, ৮ জুন ২০১৬ আনুমানিক দুপুর ২:৩০ টায় তাঁকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এসআই বিপ্লব। প্রথমে তাঁকে উপ-শহর পুলিশ ফাঁড়িতে নেয়া হয়। সেখানে একজন পুলিশ সদস্য এসআই বিপ্লবকে উদ্দেশ্য করে বলে

---

[১] বাংলা ট্রিবিউন ৩ আগস্ট ২০১৬, http://www.banglatribune.com/country/news/127835

'স্যার ওকে সরাসরি থানায় নিয়ে যান'। এরপর দুপুর আনুমানিক ৩:০০ টায় তাঁকে যশোর কোতোয়ালী থানায় নেয়া হয়। থানার ওসির রুমে নিয়ে গিয়ে এসআই বিপ্লব ওসিকে বলেন 'স্যার মোটরসাইকেল চোর পাইছি'। এই সময় ওসি ইলিয়াস হোসেন বলে 'ওকে হাজতে ঢুকিয়ে রাখো'। ওসির এই কথার প্রতিবাদ জানিয়ে রোহিত বলেন, 'আমাকে কেন হাজতে ঢুকাবেন? আমি কি দোষী?'। এরপর দুইজন পুলিশ কনস্টেবল এসে তাঁকে ওসির রুম থেকে নিয়ে হাজতে ঢোকায়। প্রায় আধাঘন্টা পর এসআই বিপ্লব হাজতের সামনে এসে রোহিতকে বলে তুই মোটরসাইকেল নেয়ার কথা স্বীকার কর। কিন্তু রোহিত বলেন 'আমি নিইনি তো কেন স্বীকার করবো'। এই কথা শুনে বিপ্লব সেখান থেকে চলে যায়। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:০০ টায় হাজত থেকে রোহিতকে বের করে হাতকড়া পড়িয়ে ওসির রুমের পেছনে আরেকটি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এসআই বিপ্লবসহ সাদা পোশাকের আরো কয়েকজন পুলিশ সদস্য আগে থেকেই অবস্থান করছিলো। সেখানে নিয়ে রোহিতকে কম্পিউটারে সিসিটিভিতে ধারণ করা মোটর সাইকেল চুরির ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়। কম্পিউটার অপারেটর দুই বার ভিডিওটি চালায়। প্রথমবার কম্পিউটার অপারেটর নিজেই বলে রোহিতের চেহারার সঙ্গে চোরের চেহারার মিল নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখার পর সেই একই কম্পিউটার অপারেটর বলেরোহিতের চেহারার সঙ্গে সিসিটিভিতে ধারণ করা ছেলেটির চেহারা মিলে যাচ্ছে।

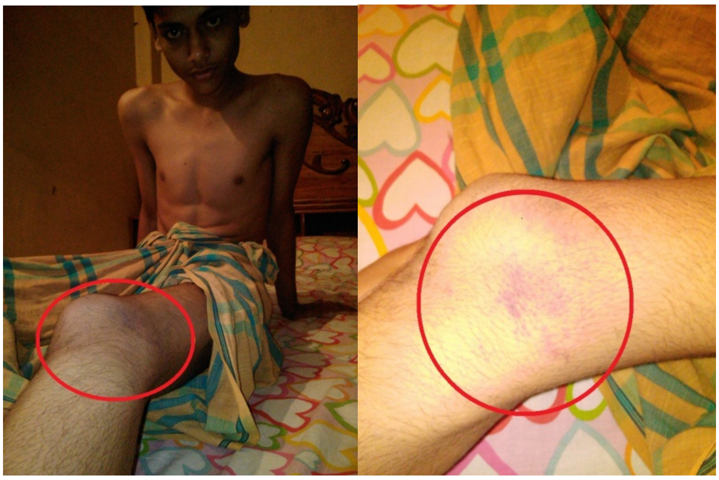

আইনুল হক রোহিতের শরীরে পুলিশি নির্যাতনের চিহ্ন (গোলচিহ্নিত) ছবি: অধিকার

এরপর রোহিতের চোখ বাঁধা হয় এবং দুই হাত পেছনে দিয়ে টেবিলের সঙ্গে বেঁধে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। এই সময় এসআই বিপ্লব টেবিলের সামনের একটি চেয়ারে বসে রোহিতকে উদ্দেশ্য করে মোটরসাইকেল চুরির কথা স্বীকার করতে বলে। কিন্তু রোহিত তা স্বীকার না করায় একপর্যায়ে রোহিতের হাঁটু, পায়ের গোড়ালী, হাতের কনুই, হাতের কব্জি, হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মাথায় এবং পায়ের তলায় পেটাতে থাকে পুলিশ। এভাবে প্রায় একঘন্টা পেটানোর পর রোহিতের শরীরের বাঁধন খুলে দেয়া হয়। এই সময় রোহিত ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়েন। আবারো ২/৩ জন পুলিশ সদস্য এসে তাঁকে তুলে ধরে তাঁর গায়ের টি-শার্ট খুলে ফেলে। এরপর ওই টি-শার্ট রোহিতের মুখে ঢুকিয়ে দেয়। এরপর গেঞ্জির ওপর বদনা দিয়ে নাকে পানি ঢালা শুরু করে। এতে করে নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে পানি ঢুকে যায়। এভাবে প্রায় ১০ মিনিট চলার পর তাঁকে থানার মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয়। এরপর ওই ঘরের ভেতরে এক মহিলা প্রবেশ করে। সে বলে 'এই ছেলেটা বাদশার সঙ্গে ছিলো'। এরপর আরো দুইজন পুলিশ সদস্য রোহিতকে মেঝেতে ফেলে হাঁটুতে ও পায়ের তলায় পেটাতে থাকে এবং বাদশার পরিচয় বলতে

বলে। কিন্তু রোহিত বলে বাদশা নামের কাউকে তিনি চেনেন না। এমনকি পুলিশকে বাদশার নাম বলা ওই মহিলার পরিচয়ও জানাতে পারেননি রোহিত। এইভাবে আরো আনুমানিক ৭/৮ মিনিট নির্যাতন চালানোর পর হাজতের সামনে এনে ফেলে রাখে তাঁকে। আনুমানিক আধাঘন্টা সেখানে ফেলে রাখার পর রোহিতকে হাজতে ঢোকানো হয়। ৯ জুন ২০১৬ রাত আনুমানিক ৮:৩০ টা পর্যন্ত থানা হাজতেই আটকে রাখা হয় রোহিতকে। এরপর মুচলেকা নিয়ে রোহিতের পিতা কামাল হোসেনের জিম্মায় তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

আইনুল হক রোহিতের বাড়ি, এখান থেকেই গত ৮ জুন তাঁকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। ছবি: *অধিকার*

মোহাম্মদ কামাল হোসেন, রোহিতের পিতা:

মোহাম্মদ কামাল হোসেন *অধিকার*কে জানান, ৮ জুন দুপুর আনুমানিক ৩:০০ টায় তাঁর স্ত্রী জুলি বেগম তাঁকে ফোন করে বলেন, রোহিতকে পুলিশ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে। এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেলা আনুমানিক ৩:৩০ টায় তিনি উপ-শহর পুলিশ ফাঁড়িতে যান। কিন্তু সেখানে তাঁর সন্তানকে পাননি। সেখানকার একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে কোতোয়ালী থানায় যেতে বলেন। বিকেল আনুমানিক ৪:০০ টায় তিনি যশোর কোতোয়ালী থানায় গিয়ে হাজতখানায় রোহিতকে বসে থাকতে দেখেন। থানার গেইটে কর্মরত একজন কনস্টেবল তাঁকে বলেন, রোহিতকে এখন ছাড়বে না, সে যদি রোজা থাকে তাহলে তাঁর জন্য ইফতার ও কিছু ওষুধ কিনে দিয়ে যেতে বলেন। তিনি ওই কনস্টেবলকে কিসের ওষুধ দিতে বলছেন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, রোহিতকে মারধর করতে পারে। কিন্তু ওই কনস্টেবলের নামও তিনি বলতে পারেন নি। ইফতারের পর আনুমানিক ৭:০০ টায় থানা হাজতে আটক সন্তানের জন্য খাবার কিনে নিয়ে ফের থানায় যান তিনি। কিন্তু এই সময় তিনি আর থানা হাজতে ছেলেকে দেখতে পান নি। থানার গেইটে পাহাড়ায় থাকা ওই পুলিশ কনস্টেবল তাঁকে বলেন, রোহিতকে ভেতরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এরপর তিনি ফিরে আসেন। রাত আনুমানিক ৮:৩০ টায় তিনি আবার ছেলের জন্য রাতের খাবার নিয়ে কোতোয়ালী থানায় যান। সেখানে থানার বারান্দায় রোহিতকে খালিগায়ে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি রোহিতের কাছে গেলে রোহিত বলে, পুলিশ তাঁকে প্রচন্ড মারধর করেছে এবং পানিতে চুবিয়েছে। এই সময় রোহিতের সারা শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন ছিলো। একপর্যায়ে তিনি রোহিতকে খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করেন কিন্তু নির্যাতনের কারণে সে খেতে পারছিলো না, মুখ থেকে খাবার পড়ে যাচ্ছিল। রোহিতের অবস্থা দেখে সেখানে কর্মরত একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে বলেন, থানার বাইরের দোকান থেকে কিছু ব্যাথার ওষুধ কিনে দিয়ে যেতে। এরপর তিনি ৫ নং উপ-শহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এহসানুর রহমান লিটুকে ফোন

করে বিস্তারিত জানান এবং থানায় এসে তাঁর ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। চেয়ারম্যান লিটু রাত আনুমানিক ১০:০০ টায় থানায় যান। কিন্তু থানার ওসি ইলিয়াস হোসেন তাঁকে গুরুত্ব দেয়নি। পরদিন ৯ জুন ২০১৬ সকাল আনুমানিক ৭:৩০ টায় তিনি আবারো কোতোয়ালী থানায় যান। তখন থানা হাজতের ভেতরে এক কোনায় পড়ে ছিল রোহিত। তাঁকে দেখে ভেতরে থাকা অন্য দুই বন্দীর কাঁধে ভর করে হাজতের গেইটে আসে রোহিত। সকাল আনুমানিক ৯:০০ টায় এসআই বিপ্লব থানায় আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিপ্লবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর ছেলেকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু এসআই বিপ্লব তাঁকে বলেন, মোটরসাইকেল চুরির ভিডিও ফুটেজে চোরের চেহারার সঙ্গে রোহিতের চেহারার মিল পাওয়া গেছে তাই তাঁকে ছাড়া যাবে না। সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় চেয়ারম্যান লিটু আবার থানায় আসেন। লিটুর সঙ্গে তিনিও ওসির রুমে যান। ওসি তাঁকে বলেন, ভিডিও ফুটেজের সঙ্গে তাঁর ছেলের মিল পাওয়া গেছে এখন ছাড়াতে হলে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা লাগবে। কামাল হোসেন দরিদ্রতার কথা বলে টাকা দিতে অপারগতার কথা জানান। তখন ওসি বলেন “আমার টাকা লাগবে না আপনি বিপ্লব দারোগার সঙ্গে যোগাযোগ করেন”। এরপর তিনি বিপ্লব দারোগার সঙ্গে কথা বলেন। তিনিও প্রথমে রোহিতকে ছাড়তে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন। একপর্যায়ে তিনি ৫০ হাজার টাকা দিতে রাজি হন। বিপ্লব তাঁকে সন্ধ্যার সময় থানার সামনে “বনফুল” মিষ্টির দোকানে টাকা নিয়ে আসতে বলেন।[২] ৯ জুন ২০১৬ সন্ধ্যা আনুমানিক ৮:০০ টায় স্বজনদের কাছ থেকে ধার করে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে শহরের চৌরাস্তা মোড়ের “বনফুল” মিষ্টির দোকানে যান কামাল হোসেন। সেখানে এসআই বিপ্লবের হাতে ২৮ টি ১০০০ টাকার নোট ও ৪৪ টি ৫০০ টাকার নোট তুলে দেন। এরপর এসআই বিপ্লব তাঁকে থানার ভেতরে ওসির রুমে নিয়ে যায় এবং সেখানেই একটি মুচলেকায় স্বাক্ষর নিয়ে রাত আনুমানিক ৮:৩০ টায় রোহিতকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

বনফুল এন্ড কোং
বনফুল এন্ড কোং
বিশুদ্ধ খাবারের বিশ্বস্ত নাম

যশোর চার রাস্তার মোড়ে বনফুল মিষ্টির দোকান, এখানে বসেই ঘুষের টাকা লেনদেন হয়। ছবি: অধিকার

রোহিতকে বাড়িতে এনে প্রথমেই স্থানীয় চিকিৎসক এবং পরে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করানো হয় তাঁকে। ১৮ জুন ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১১:০০ টায় ডিবি পুলিশের দুইজন সদস্য এসে জানায়, রোহিতকে পুলিশ সুপার যেতে বলেছেন। এই সময় তাঁদের সঙ্গে পুলিশের গাড়িতে করেই তিনি রোহিতকে নিয়ে এসপি অফিসে যান। এসপি আনিসুর রহমান তাঁর রুমে ডেকে নিয়ে ফের মোটরসাইকেল চুরির সেই ভিডিও দেখেন। কিন্তু রোহিতের চেহারার সঙ্গে কোন মিল না পেয়ে এসপি তাঁদের ছেড়ে দিতে বলেন।

---

[২] এসআই বিপ্লবের ঘুষ চাওয়ার অডিও রেকর্ড

যশোর কোতোয়ালী থানা এখানেই আইনুল হক রোহিতের ওপর নির্যাতন করে পুলিশ। ছবি: অধিকার

জুলি বেগম, রোহিতের মা:

জুলি বেগম *অধিকার*কে জানান, রমজান শুরু হবার আনুমানিক ১৫ দিন আগে রাত আনুমানিক ৮:০০ টায় উপশহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই বিপ্লব সাদা পোশাকে তাঁদের বাড়িতে আসে। বাড়ির প্রধান গেইট নক করলে রোহিত গিয়ে দরজা খুলে দেয়। দরজায় দাঁড়িয়েই বিপ্লব তার কাছে জানতে চান এটা রোহিতদের বাসা কিনা? তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে এসআই বিপ্লব হোসেন রোহিতের মাকে ডাকতে বলেন। রোহিতের সঙ্গে এসআই বিপ্লবের কথপোকথন চলাকালেই জুলি বেগম ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। মায়ের সামনে রোহিত তাঁর নিজের পরিচয় দিলে, এসআই বিপ্লব রোহিত ও তাঁর মাকে বাড়ির বাইরে রাস্তায় ডেকে নিয়ে মোবাইল ফোনে মোটরসাইকেল চুরি সংক্রান্ত একটি অস্পষ্ট ভিডিও ফুটেজ দেখান এবং জানতে চান ফুটেজের ওই ছেলেটি তাঁর ছেলে রোহিত কি না ? এই সময় বাড়ির গেইটে রোহিত দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি ভিডিও ফুটেজের ছেলেটি রোহিত নয় বলে দাবি করলে এসআই বিপ্লব আবার রাস্তা থেকে নেমে এসে রোহিতকেও একই ফুটেজ দেখিয়ে জানতে চান এটি তাঁর ছবি কিনা। রোহিতও ছবিটি তাঁর নয় বলে দাবি করে। তখন এসআই বিপ্লব তাঁর সামনেই রোহিতকে হেঁটে দেখাতে বলেন। এই সময় তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে অপমানজনক আচরণের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলে এসআই বিপ্লব তাঁকে ধমক দেন। এই সময় স্থানীয় বেশ কয়েকজন প্রতিবেশী ঘটনাস্থলে এগিয়ে আসেন। বিপ্লব ওই ভিডিও ফুটেজটি তাঁদেরও দেখান। কিন্তু সবাই ফুটেজের ছেলেটি রোহিত নয় বলে জানান। এরপর এসআই বিপ্লব চলে যায়। কিন্তু যাবার সময় বলে যায় যে, 'আপনার ছেলেকে বুঝান, আর দেখেন স্ব-ইচ্ছায় বলে কিনা'। তিনি আরো বলেন 'আপনার ছেলে কিন্তু আমাদের টার্গেটে থাকলো, আমরা আবার আসতে পারি'। এরপর গত ৮ জুন ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ২:৩০ টায় ৩ টি মোটরসাইকেলে করে কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে এসআই বিপ্লব তাঁদের বাড়িতে আসেন। এইদিন বিপ্লবের শরীরে পুলিশের পোশাক ছিলো। এসেই বাইরে থেকে জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। এই সময় তিনি ও তাঁর ছেলে রোহিত ঘরের ভেতরে ছিলেন। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে রোহিত বারান্দায় যায়। সেখান থেকেই তাঁকে ডেকে বলে "মা আমাদের বাসায় পুলিশ এসেছে"। এই সময় বাড়ির উঠানে অবস্থান করা এসআই বিপ্লব রোহিতকে শার্ট গায়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলেন। এই সময় তিনি বিপ্লবের কাছে প্রশ্ন করেন, রোহিতকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? তখন বিপ্লব তাঁকে বলেন, আমরা একটি ভিডিও ফুটেজ মিলিয়ে দেখবো তাই রোহিতকে নিয়ে যাচ্ছি, ভিডিওটি মেলানোর পরই রোহিতকে ছেড়ে দেয়া হবে। বিপ্লব রোহিতকে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর স্বামীকে ফোন করে বিস্তারিত জানান। ৯ জুন ২০১৬ সন্ধ্যায় রোহিতের বাবা কামাল হোসেন ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে মুচলেকা দিয়ে রোহিতকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনে।

২৩ জুন ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ২:০০ টায় ফের দুটি মোটরসাইকেলে করে এসআই বিপ্লব ও তাঁর সঙ্গী পুলিশ সদস্যরা আবারো তাঁদের বাড়িতে আসেন এবং রোহিতকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। এবার তিনি চিৎকার করে পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদ জানান। এই সময় প্রতিবেশীরাও এগিয়ে আসেন এবং রোহিতকে নিয়ে যেতে বাঁধা দেন। জুলি বেগম বলেন, রোহিত পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে তটস্থ। আতংকে সে বাইরে বের হতে পারে না। তাঁর লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম।

মাজেদা বেগম, প্রতিবেশী ও প্রত্যক্ষদর্শী:

মাজেদা বেগম *অধিকার*কে জানান, রোহিত ও তাঁর পরিবারের ওপর পুলিশি হয়রানির কথা তিনি জানতেন। ২৩ জুন ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ২:০০ টায় রোহিতের মা জুলি বেগমের চিৎকার শুনে তিনি এগিয়ে আসেন। তখন তিনি দেখতে পান রোহিতকে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে জুলি বেগমের সঙ্গে এসআই বিপ্লবের বাক-বিতন্ডা হচ্ছে। এই সময় চুরি হওয়া মোটরসাইকেলের মালিক নাজিম আহমেদও বিপ্লবের সঙ্গে ছিলেন। সেই সময় মাজেদা বেগম বার বার একটি পরিবারকে হয়রানি করার প্রতিবাদ করেন। একপর্যায়ে তিনিসহ এলাকার আরো কয়েকজন রোহিতকে নিয়ে বিপ্লবের সঙ্গে মোটরসাইকেল চুরি হওয়ার ঘটনাস্থলে যান। সেখানে মোটরসাইকেল চুরির ফুটেজে চোর যেভাবে হাঁটাচলা করে সেভাবে রোহিতকে হাঁটতে বলে এবং ভিডিও করে, এরপরও চোরের হাঁটা-চলার সঙ্গে রোহিতের কোন মিল পাওয়া যায় নি।

এহসানুর রহমান লিটু, চেয়ারম্যান, ৫নং উপ-শহর ইউনিয়ন পরিষদ, যশোর:

এহসানুর রহমান লিটু *অধিকার*কে জানান, ৮ জুন ২০১৬ বাড়ি থেকে আইনুল হক রোহিতকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। ৯ জুন ২০১৬ পর্যন্ত যশোর কোতোয়ালী থানায় আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতনের পর ৫০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে ছেড়ে দেয় তাঁকে। রোহিত থানায় আটক থাকার সময় তিনি ৩/4 বার থানায় গিয়েছিলেন তাঁকে ছাড়িয়ে আনার তদবির করতে। পুলিশ তাঁর সামনেই মোটরসাইকেল চুরির ভিডিও দেখে কিন্তু চোরের সঙ্গে রোহিতের কোন মিল ছিলো না। এরপরও পুলিশ তাঁকে আটকে রাখে। থানা হাজতে আটক থাকা অবস্থায় তিনি রোহিতের সঙ্গে দেখা করেন। রোহিত তাঁর হাত, পা, পিঠসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশি নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন দেখায়।

রবিউল হাসান, পল্লী চিকিৎসক ও স্বত্ত্বাধিকারী, হাসান ফার্মেসী:

রবিউল হাসান *অধিকার*কে জানান, তিনি উপ-শহর এলাকার শফিউল্লাহ মোড়ের হাসান ফার্মেসীর মালিক এবং একজন পল্লী চিকিৎসক। গত ৮ জুন ২০১৬ পুলিশি নির্যাতনের শিকার হবার পর ৯ জুন ২০১৬ রাত আনুমানিক ১০:০০ টায় রোহিতের বাবা কামাল হোসেন তাঁকে রোহিতদের বাড়িতে যেতে খবর পাঠান। রোহিত ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে জানান, রোহিত পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। রোহিতের হাঁটু, হাতের কনুইয়ের ওপরে ও নিচে, শরীরের পেছনের অংশসহ বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতচিহ্ন ও নির্যাতনের কালচে দাগ দেখতে পান তিনি। তিনি রোহিতকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য পরামর্শ দেন।

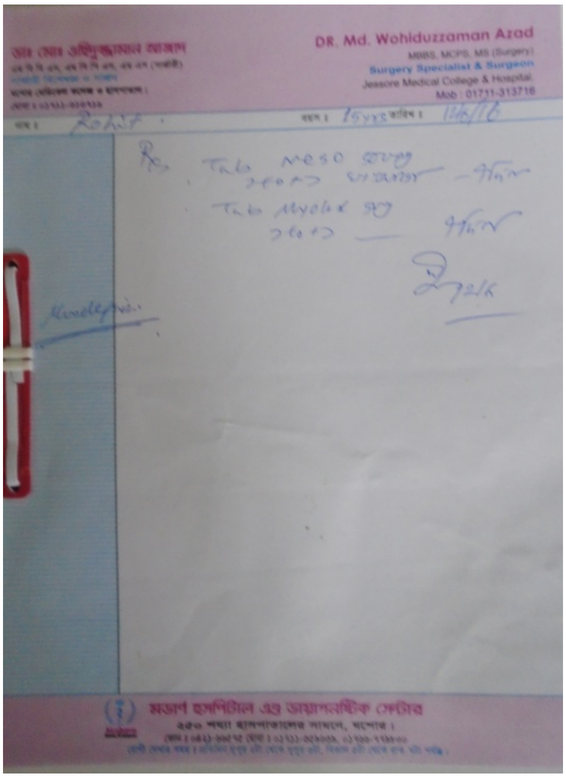

DR. Md. Wohiduzzaman Azad
MBBS, MCPS, MS (Surgery)
Surgery Specialist & Surgeon
Jessore Medical College & Hospital
Mob : 01711-313716

Rohit

Tab Meso

Tab Myolax

মডার্ণ হসপিটাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার

আইনুল হক রোহিতের চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র। ছবিঃ *অধিকার*

ডাঃ ওহিদুজ্জামান আজাদ, জেনারেল ও ল্যাপারোস্কপিক সার্জন, যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঃ

ডাঃ ওহিদুজ্জামান আজাদ *অধিকার*কে জানান, ১২ জুন ২০১৬ রোহিতকে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। রোহিত তখন তাঁকে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রচন্ড ব্যাথার কথা জানান। কীভাবে ব্যাথা পেয়েছেন প্রথমদিকে তিনি তা বলতে চাননি। তাঁর প্রশ্নের জবাবে রোহিত জানান একটি মোটরসাইকেল চুরির মামলায় ৪/৫ দিন আগে পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে মারধর করেছে।

নাজিম আহমেদ, চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলের মালিকঃ

নাজিম আহমেদ *অধিকার*কে জানান, গত ১৮ মে ২০১৬ উপশহর এলাকার ডি ব্লকের ১৫৮ নম্বর ভাড়া বাসা থেকে তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি চুরি হয়ে যায়। ওই বাসার সিসিটিভি ক্যামেরায় ওই চুরির দৃশ্যটি রেকর্ড হয়। ঘটনার পর যশোর কোতোয়ালী থানায় তিনি একটি জিডি করেন এবং জিডির সঙ্গে সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজটি জমা দেন। পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে আইনুল হক রোহিত নামের একটি ছেলেকে আটক করে এবং পরে আবার তাঁকে ছেড়েও দেয় বলে শুনেছেন তিনি। পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন পুলিশ রোহিতকে থানায় নিয়ে নির্যাতন করেছে এবং ঘুষের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে। এর বেশী তিনি জানেন না। এছাড়া তিনি রোহিতের নামে কোন অভিযোগও পুলিশের কাছে করেন নি বলে জানান।

এসআই বিপ্লব হোসেন, ইনচার্জ, উপ-শহর পুলিশ ফাঁড়ি, যশোর সদরঃ

এসআই বিপ্লব হোসেন *অধিকার*কে জানান, একটি মোটরসাইকেল চুরি সংক্রান্ত জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা তিনি। চুরি যাওয়া মোটরসাইলের মালিক নাজিম আহমেদ জিডির সঙ্গে একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ জমা দেন। তিনিই আইনুল হক রোহিত নামের উপ-শহর এলাকার একটি ছেলেকে সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করেন। তদন্তকাজ চলাকালীন যশোর কোতোয়ালী

থানার ওসি ইলিয়াস হোসেনের নির্দেশে ভিডিও ফুটেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে গত ৮ জুন ২০১৬ দুপুরে আইনুল হক রোহিতকে বাড়ি থেকে ডেকে আনা হয় এবং ওই দিনই তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়। তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। রোহিতকে বাড়ি থেকে ডেকে আনার পর ওর পরিবারের পক্ষ থেকে টাকা দিয়ে বাদীর সঙ্গে মিমাংসা করিয়ে দেয়ার জন্য বিপ্লবকে অনুরোধ করা হয়। তাঁদের কথায় তিনি বাদীর সঙ্গে কথা বলেন। বাদী এক লাখ টাকায় মিমাংসার প্রস্তাব দেন। সেই কথাটাই তিনি রোহিতের পরিবারের লোকজনকে বলেছেন। তাঁরা থানা থেকে বের হয়ে গিয়ে এসআই বিপ্লবকে ফোন করেন এবং বলেন সবকিছু বিক্রি করে ৪৮ হাজার টাকা জোগাড় করেছেন। ৫০ হাজার টাকার মধ্যে বাদীর সঙ্গে মীমাংসা করে দেয়ার প্রস্তাব দেন তাঁকে। তিনি রোহিতের পরিবারের লোকজনকে থানায় এসে বাদীর সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন। এই কথাটিই রেকর্ড করে খণ্ডিত অংশ গণমাধ্যমে প্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেন এসআই বিপ্লব।

ইলিয়াস হোসেন, অফিসার ইনচার্জ, কোতোয়ালী থানা, যশোর:

ইলিয়াস হোসেন *অধিকার*কে জানান, একটি মোটরসাইকেল চুরি সংক্রান্ত ভিডিও ফুটেজে চোরের সঙ্গে আইনুল হক রোহিতের চেহারার মিল পাওয়া যায়। এই কারণেই বাদীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই বিপ্লব রোহিতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডেকে এনেছিলো এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। থানার ভেতরে নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটেনি। রোহিত শিশু হওয়ায় সাবধানতা অবলম্বন করেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আটকে রাখা বা নির্যাতন করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এসআই বিপ্লবের টাকা চাওয়া সংক্রান্ত অডিও রেকর্ড সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ওসি ইলিয়াস হোসেন বলেন, এই ধরনের কোন অভিযোগের বিষয়ে তাঁর জানা নেই।

অধিকারের বক্তব্য:

অধিকার আইনুল হক রোহিতের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভিকটিম, ভিকটিমের স্বজন, প্রত্যক্ষদর্শী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, চিকিৎসক, চুরি হওয়া মোটরসাইকেলের মালিক ও অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য গ্রহণ করেছে। যশোর উপ-শহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই বিপ্লব স্কুলছাত্র আইনুল হক রোহিতকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রায় ৩০ ঘন্টা যশোর কোতোয়ালী থানায় আটক রেখে নির্যাতনের পর ৫০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয় বলে রোহিতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন। কিন্তু বরাবারের মতো সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা অভিযোগটি অস্বীকার করেন। তবে এসআই বিপ্লবের ঘুষ চাওয়ার অডিও রেকর্ডটি পরিবারের কাছে সংরক্ষিত আছে যার একটি কপি *অধিকার*ও পেয়েছে। *অধিকার* কিশোর আইনুল হক রোহিতের ওপর নির্যাতনের ঘটনাটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধান, দণ্ডবিধি, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এবং নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ প্রত্যেকটিতে যে কোন ধরনের নির্যাতন নিষিদ্ধ। তারপরও বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে, যা ইতিমধ্যে আইনের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

-সমাপ্ত-